দৈনিক
ইত্তেফাক

05 DEC 2005

উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতা

শুরু হয়েছে ভর্তি পরীক্ষা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও অনার্স কলেজগুলোতে এ ভর্তি যুদ্ধ চলবে মাসাধিককাল। গত কয়েক বছরের নিয়ম অনুসারে এবারের ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞাপনে মেডিকেলের জন্য ২০০২ ও ২০০৩ সালে এসএসসি/ সমমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য ২০০১ থেকে ২০০৩ সালে এসএসসি/ সমমান উত্তীর্ণদের জন্য প্রবেশাধিকার রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ২০০৩ সালে এসএসসি/ সমমান উত্তীর্ণদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এবারের ভর্তি পরীক্ষা প্রথম সুযোগ, যা ২০০২ ও ২০০১ সালে উত্তীর্ণদের জন্য যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুযোগ। কিন্তু পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ২০০৩ ব্যাচের এসএসসি/ সমমান উত্তীর্ণদের ওপর উচ্চশিক্ষার প্রথম ধাপে হবে এক অসম প্রতিযোগিতা। ত্বরিত কোনো ব্যবস্থা না নিলে এ অসম প্রতিযোগিতা আগামীবারেও অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষাজীবনে শেষবারের মতো অনুষ্ঠিতব্য ভর্তি পরীক্ষায়ও অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিককালে গ্রেড পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রতি ১০ নম্বরের জন্য গ্রেডিং পয়েন্ট ১ করে বৃদ্ধি পেতো। সে হিসেবে কোনো বিষয়ে ৬০ নম্বর পেলে শিক্ষার্থীর অর্জিত পয়েন্ট হতো ৪। কিন্তু ২০০৩ সাল থেকে প্রতি ১০ নম্বরের জন্য ১ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেলেও মাঝখানে হঠাৎ করে 'বি'-এর পর 'এ মাইনাস' গ্রেড সংযোজন করায় এবং ৫০ নম্বর থেকে ১০-এর পর ১ পয়েন্টের পরিবর্তে ০.৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি করায় ৬০ নম্বর পাওয়ার পর গ্রেড পয়েন্ট দাঁড়ায় ৩.৫, যা ৭০ নম্বরের পর পুনরায় ১০ নম্বরের জন্য ১ পয়েন্ট বাড়ানো হয়েছে। একজন শিক্ষার্থীর অর্জিত পয়েন্ট, যদি ১ থেকে ৫-এর মধ্যে রাখতেই হয়, তবে তা যেনতেন প্রকারে বন্টন না করে পয়েন্ট বন্টনের শুরুতে বা শেষের দিকে বৃদ্ধি বা হ্রাস করার ব্যবস্থা চালু করা যুক্তিসঙ্গত ছিল। তা না করে হঠাৎ করে মাঝখানে অর্ধ পয়েন্ট বন্টনের যৌক্তিকতা বোধগম্য নয়।

২০০২ সালে এসএসসি/সমমান উত্তীর্ণদের (অনিয়মিত ব্যাচ) সঙ্গে ২০০৩ সালে উত্তীর্ণদের (নিয়মিত ব্যাচ) অসম ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। প্রতি বিষয়ে অর্ধ পয়েন্ট করে জিপিএ যেখানে গিয়েই পৌঁছাক না কেন, উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় এ পয়েন্ট ৮,৬ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্দিষ্ট সূচক দিয়ে গুণ করে অর্জিত নম্বর হিসাব করা হয়। ফলে গ্রেডিং পয়েন্টের ক্ষুদ্রাংশের পার্থক্যও ভর্তি পরীক্ষায় অর্জিত নম্বরে বিশেষ স্থান দখল করে। উদাহরণ স্বরূপ মেডিক্যালের ভর্তি যুদ্ধে ০.১ নম্বরের ব্যবধানে বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ে। কাজেই ২০০৩ সালের সঙ্গে ২০০২ সালের (অনিয়মিত ব্যাচ) এসএসসি/সমমান উত্তীর্ণদের মিলিয়ে ফেলার বিষয়টি অসংগতিপূর্ণ। তাই বিষয়টি নিয়ে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের থেকে অধিকতর (স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক) মাত্রায় নম্বর কর্তনের বিধান রেখে গ্রেডিং পয়েন্ট ব্যবস্থার সমতা আনয়নের ব্যবস্থা করা। অথবা ২০০৩ সালে এসএসসি/ সমমান উত্তীর্ণদের কোনো বিষয়ে 'এ মাইনাস' থাকলে তার গ্রেডিং পয়েন্ট ৩.৫ এর পরিবর্তে ৪ হিসাব করে বিবেচনায় আনা।

উল্লেখ্য যে, ২০০৩ ব্যাচের এসএসসি/ সমমান-এর উত্তীর্ণদের আগামীবারেও অসম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ ২০০৪ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়ের অর্জিত পয়েন্ট জিপিএর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ২০০৩ সালে পর্যন্ত চতুর্থ বিষয়ের অর্জিত পয়েন্ট যুক্ত করা হয়নি। এভাবে শিক্ষা পদ্ধতির ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে ২০০৩ সালে এসএসসি/ সমমান উত্তীর্ণ ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভাববেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশা করি।

প্রদীপ রঞ্জন দত্ত
পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম